ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1259-1265
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.128

বৈদিক যুগে নারীদের স্থান বিশ্লেষণ বা সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

সম্রাট কোনাই, *এম এ, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.04.2025; Accepted:14.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The main objective of this letter is to analyse the status of women during the Vedic period or to gain an understanding of the contemporary context. In particular, it attempts to shed light on various aspects of women's social status during the Vedic era, such as education and knowledge acquisition, domestic and family life, marital status and dignity, economic and social activities, and religious freedom. Women were given respect and dignity during the Vedic period. However, in some cases, women were considered inferior.
Although women lagged behind in education, there were some highly educated women like Ghosha, Apala, and Vishwa Vara. Many women were sages during the Vedic period and held positions of high honour. Names such as Kunti, Kaushalya, and Draupadi can be found in the Ramayana and Mahabharata. During this time, Brahmavadini women pursued lifelong learning and religious practices, such as Gargi, Maitreyi, and Lopamudra. Gargi and Maitreyi are mentioned in the Rigveda and Upanishads, where they participated in intellectual debates with men in the field of philosophy.

Keywords: Vedic period, Women status, Education, Upanishads,Knowledge acquisition, Crafts,Earthenware,Religious rituals, Swayamvara

> "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি
> বিচিত্র ছলনা-জালে
> হে ছলনাময়ী।
> মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ এ নিপুন হাতে
> সরল জীবনে"[১]

পৃথিবীর সমস্ত জীবই সত্য শিব রূপেই পরমাত্মার কোনো না কোনো অংশ। সত্য এবং সুন্দরের হাত ধরেই মানব জীবন এগিয়ে চলে গুটিগুটি পায়ে। তবে এই সত্য এবং সুন্দরকে উপাসনা করতে হয় মনন দিয়ে চিন্তন দিয়ে। সেই চিন্তন এবং মনের জগতে কোন লৈঙ্গিক বাধা রাজত্ব করতে পারে না। সে নারী হোক বা পুরুষ উভয়েই অনুভবের দরজায় সিঁধ কেটে জীবনকে সত্য শিব ও সুন্দরের পথে বিলিয়ে দেয়। সেই পথে পদ্মপুষ্প ছড়ানো থাকে না থাকে কণ্ঠক আকীর্ণ পদ্মের সমাহার, তাই উভয়কেই সেই পথ ধরেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। আজকে হয়তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ক্ষমতা একটু খর্ব হলেও সেদিনের নারীরা যে কতটা চিন্তন দিয়ে জগৎ ও জীবনের রহস্যকে উপভোগ

[১] শেষ লেখা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করেছিলেন তাই ধরা পড়েছে বৈদিক মনন ঋদ্ধ ঋষিদের চেতনার অন্তরালে। নারী হোক বা পুরুষ উভয়ই চিন্তন একই সরলরেখায় ছিল সেদিনের বৈদিক ঋষিদের চেতনায়। সেদিনের নারীরা কিভাবে আজকে নারীকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাদের প্রতিভার দাপটে তাই হলো আমার পত্রের মূল উপজীব্য বিষয়।

বৈদিক যুগে নারীরা:

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"[২] অর্থাৎ, যেখানে নারীদের পূজা করা হয়, সেখানে দেবতারা অবস্থান করেন। নর ও নারী এই দুই নিয়েই হচ্ছে মানব সংসার। সভ্যতার সেই ঊসালগ্ন হইতে যবে থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে ততদিন এই ভাবেই চলে আসছে। বেদে একমাত্র আদিতে পরম পুরুষ ছিলে একা। একা একা তার আর ভালো লাগলো না।- "স বৈ নৈব রেমে"[৩] তখন সেই প্রজাপতি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে পুরুষ ও নারীর উৎপত্তি হল।সেই পুরুষ প্রকৃতিই হচ্ছে আদি প্রতি ও পত্নী।

'স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ
তত:পতিশ্চ পত্নী চাভাবতাম্'[৪]

পুরুষ ও নারী একই পরম পুরুষের দুই ভাগ।একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি একেবারে অসম্পূর্ণ। শাস্ত্রে আছে রথের দুই চাকা যেমন তাদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কোনভাবে চলতে পারেনা।

বৈদিকযুগ (খ্রিষ্টপর্ব ১৫০০- ৫০০) ভারতীয় সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল, যেখানে নারীদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। এই সময় নারীরা শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করত। ঋগ্বেদ সহ অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে অনেক বিদুষী নারীর উল্লেখ আছে, যারা জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাত্মিকতার পারদর্শী ছিলেন। বৈদিক যুগে বেশ কিছু বিখ্যাত নারীর নাম পাওয়া যায়। ১) ঘোষা - ঘোষা ছিলেন একজন বিশিষ্ট ঋষিকা, যিনি বৈদিক মন্ত্র রচনা করেছিলেন। ২) আপালা- আপালা হলেন একজন ঋকবেদের গুরুত্বপূর্ণ ঋষিকা, যিনি স্বয়ং নিজে ইন্দ্র দেবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ৩) গার্গী -উপনিষদের যুগে গার্গীর মত এক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। যিনি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পন্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন। ৪) মৈত্রেয়ী- ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী যিনি আত্মা ও মোক্ষ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছিলেন। ৫) লোপামুদ্রা- অগ্নির সমকক্ষ জ্ঞানী যিনি ঋষি অগস্ত্যের পত্নী ছিলেন।

মহাভারতের যুগে নারীদের অনেক অধিকার সংকুচিত, সেখানে আমরা নারীদের চরিত্রের বিরুদ্ধে বহু কথা আলোচনা হতে দেখতে পাই। তবুও তার মধ্যেও মহাভারতের ইতিহাসের মধ্যে নারীদের গৌরবের বহু স্বাক্ষ রয়ে গেছে। যেমন জায়াকে মাতৃবৎ সম্মানর্হা মনে করিবে।- "ভার্যাং নর:পশ্যেন মাতৃবৎ"[৫]

স্ত্রীগণ যেখানে পূজিত সেখানে দেবতারা সুখী,যেখানে নারীগণ অপুজিতা সেখানে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল।

"স্ত্রীয়ো যত্র চ পূজন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:
অপুজিতাশ্চ যত্রৈতা: সর্বাস্তত্রাফলা:ক্রিয়া:।"[৬]

ঋগ্বেদ হল বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এখানে সরাসরি নারীর স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উক্তি না থাকলেও নানা বর্ণনা উপমান থেকে নারীর স্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ঋগ্বেদ-এর রচনায় কয়েকটি স্তর আছে, তার প্রথম স্তরের মন্ত্রগুলিতে নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচারিণী। দেবী ঊষা কোনও মন্ত্রে সূর্যের বধূ, কোথাও মাতা, কোথাও কন্যা; বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনে আপন দেহশ্রী উদ্‌ঘাটন করছেন। (১:৪৬:৪) কখনও বা শুনি ঊষা স্মিতহাসিনী; নববধূ যেমন করে স্বামীর সামনে নিজেকে প্রকাশ করে, ঊষা তেমনই করেই নিজের আবরণ উন্মোচন করছেন। (১:১২৪:৭) সুন্দরী সুসজ্জিতা ঊষার দেহটি যেন মায়ের নিজের হাতে স্নান করিয়ে দেওয়া ও সাজিয়ে দেওয়া কন্যার দেহটি। (১:১২৩:১২) শুনতে পাই, অগ্নি তেমনই করে স্তোতার স্তবে খুশি হন যেমন করে প্রেমিক স্বামী তার বধূর সান্নিধ্যে আনন্দ পায়।

---

[২] মনুস্মৃতি ৩/৫৬

[৩] বৃহদারণ্যক ১.৪.৩

[৪] বৃহদারণ্যক ১.৪.৩

[৫] মহাভারত আদি ৭৪,৪৮

[৬] অনুশাসন ৪৬.৫.৬

(৩:৬২:৮) অগ্নি তেমনই পবিত্র যেমন পবিত্র স্বামীর দ্বারা সম্মানিত বধূ। (১:৭৩:৩) দেখা যাচ্ছে, দেবতার আনন্দ দেবতার পবিত্রতার উপমান, মানবের প্রেম, মানবীর শুচিতা। এই যুগেই শুনি নারী নিজেই তার জীবনসঙ্গী বেছে নেয়— 'স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ।' (১০:২৭:১২) আবার একটু পরের যুগে শুনি, প্রিয়া স্ত্রী যেমন প্রিয় স্বামীতে আনন্দ পায়, হে ভগদেব, তুমি যেন আমাতে তেমনই সুখী হও। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২:৪:৬:৫৬) বহুবার একটি উপমা পাই, উপাসক তাঁর দেবতার কাছে আসছেন যেমন করে কোনও পুরুষ তার কাম্য নারীর কাছে আসে বা তার পেছনে পেছনে যায়— মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।[৭]

বৈদিক যুগে নারীদের কার্যকলাপ:

বৈদিক যুগে নারীদের স্থান ছিল তুলনামূলকভাবে উন্নত, যদিও সময়ের সাথে সাথে তা হ্রাস পেতে শুরু করে। তারা শিক্ষা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং সমাজে তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালন করত, তবে পরবর্তীকালে তাদের অধিকার সীমিত হতে শুরু করে।

বৈদিক যুগ যা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত: প্রারম্ভিক বৈদিক যুগ এবং উত্তর বৈদিক যুগ। এই সময়ে নারীদের সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থান উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতেন, তবে উত্তর বৈদিক যুগে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন:

বৈদিক যুগে মহিলারা যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতেন। তাঁরা শিক্ষা অর্জন করতে পারতেন, যাগযজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এমনকি তাঁরা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করার অধিকারীও ছিলেন। মুনি ঋষিদের কন্যারা আবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমপরিমাণ বিদ্যা অর্জন করতে পারতেন।সেই সময় উপনয়ন মেয়েদের ক্ষেত্রেও বহুল প্রচলিত ছিল,মেয়েদের শুধুমাত্র পৈতে পরার অধিকারই ছিল না, গুরুভাইদের সঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ পাঠ করার সুযোগও ছিল সমান।

মহিলাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত, যেমন 'ঋষিকা" (অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মতই মন্ত্রস্রষ্টা হওয়ার অধিকারিণী) 'ঋত্বিকা' (যিনি যজ্ঞের অধিকারিণী) 'ব্রহ্মবাদিনী' (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরেছেন), 'মন্ত্রনীদ' বা 'মন্ত্রদৃক' (যিনি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন) 'পণ্ডিত' ইত্যাদি। রামায়ণ এবং মহাভারতে কুন্তি, কৌশল্যা, তারা, দ্রৌপদী ইত্যাদির নামের সঙ্গে 'ঋত্বিকা' এবং 'মন্ত্রনীদ' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। ভবভূতি বিরোচিত 'উত্তর রামচরিত' এ বাল্মীকির আশ্রমে রামের পুত্র লব-কুশের সঙ্গে আত্রেয়ীর বেদান্ত পাঠের উল্লেখ আছে।

অনেক নারী বৈদিক সাহিত্য ও দর্শনে দক্ষ ছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মবাদিনী নারীরা আজীবন শিক্ষাগ্রহণ ও ধর্মীয় চর্চা করতেন, যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী ও লোপামুদ্রা। গার্গী এবং মৈত্রেয়ীর নাম ঋগ্বেদ ও উপনিষদে পাওয়া যায়, যারা জ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে যুক্তি তর্কে অংশ নিতেন এবং 'সদ্যোধবা' যারা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বেদ অধ্যায়ন করেছিলেন এই দুটি শ্রেণির শিক্ষিত নারী ছিলেন।

বৈদিক যুগে কন্যা সন্তানদের সাথে কখনো দূরে ব্যবহার করা হয়নি যদিও পুত্র সন্তানদেরকে কন্যা সন্তানদের বেশি পছন্দ করা হতো। তবে তারাও পুত্র সন্তানদের মতো শিক্ষা অর্জন করে করে এবং যাগযজ্ঞ উপনয়ন আচারের সাথেও ব্রহ্মচারী হওয়ার সুযোগ সুবিধাও পেত। বৈদিক যুগের নারীরা পুরুষদের মতই বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন লোপামুদ্রা এবং ঘোষা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঋক বৈদিক যুগে বেদ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হতো এর ফলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঋগ্বের সংহিতায় বেশ কয়েক জন নারী দ্রষ্টা ও নারী ঋষিকার নাম উল্লেখ রয়েছে যাদের মধ্যে মৈত্রী, গার্গী, লোপামুদ্রা, ঘোষা,বিশ্বাভারা,বিখ্যাত নারী লেখক হিসাবে এরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা দেখতে পাই   জনক রাজ্যের রাজা বিদহের রাজসভায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পন্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক করে তাকে তর্ক বিদ্যায় তাকে পরাজিত করেছিলেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকল এবং তার প্রভাব দেখা যেতে লাগল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও। মনুর যুগ থেকে নারীর সামাজিক মর্যাদা কমে যেতে লাগল এবং নারী শিক্ষার ক্রমশ অবনতি হতে লাগল।

---

[৭] ঋগ্বেদ ৭:৮০:২

গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবন:

বৈদিক সমাজে নারীরা গার্হস্থ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। তাঁরা সংসার পরিচালনার পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতেন।তাঁরা সন্তানদের লালন-পালন এবং ধর্মীয় কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। স্ত্রী-স্বামীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, এবং নারীদেরকে 'গৃহলক্ষ্মী' বা 'গৃহস্থালীর রক্ষক' হিসেবে দেখা হতো। সেই সময়ে নারীরা ছিলেন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। গৃহিণী হিসেবে নারীর কর্তৃত্ব ছিল বাড়ির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে।স্ত্রী ও স্বামী একসঙ্গে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হতো না, যা তার মর্যাদার প্রতিফলন।প্রাচীন ভারতের সিন্ধু সভ্যতায় নানা রকম দেব-দেবীর পূজা পার্বণের উল্লেখ পাওয়া যায়।ঋক বৈদিক যুগে বিশেষত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে নারীদের অবস্থান স্বীকৃতি ছিল।

বৈবাহিক অবস্থা ও নারীর মর্যাদা:

প্রাচীন ভারতের নারীদের বৈবাহিক অবস্থা সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এক জটিল ও পরিবর্তনশীল বিষয় ছিল। প্রথমত, বৈদিক যুগে নারীদের তুলনামূলকভাবে স্বাধীনতা ছিল। তাঁরা শিক্ষা লাভ করতেন, উপনয়ন (শিক্ষা শুরু করার ধর্মীয় আচার) গ্রহণ করতেন এবং অনেক নারী ঋষি ও কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঋগ্বেদিক সমাজে নারীদের উপর জোর করে বিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। আরজই বলতে 'চিরকুমারী এবং আমাজুহ, যে নিজের বাবা-মায়ের বাড়িতে বৃদ্ধ হয়' বলে উল্লেখ করেছে, বেদ- সংহিতায়।

এই সময় নারীরা তাদের শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী স্বয়ম্বর স্বামী বেছে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে বিবাহিত জীবন গ্রহণের অনুমতি ছিল।

তবে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ঋগ্বেদ- সংহিতা প্রাথমিক বৈদিক যুগে বহুবিবাহ এবং বহুপত্নী উভয়ের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে। বেদ-এর কিছু অনুচ্ছেদেও স্ত্রী'কে বহুবচনে স্বামীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে। বিধবাদের জন্যও পুনর্বিবাহ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল; তবে ঋগ্বেদিক বিবাহ ব্যবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি ছিল না।সেই সময় বিবাহের রীতি নানা প্রকার ছিল, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের বৈবাহিক অবস্থার প্রকৃতি ভিন্ন ছিল,যেমন স্বয়ম্বর, গন্ধর্ব বিবাহ, ব্রাহ্ম বিবাহ, প্রজাপত্য বিবাহ ইত্যাদি। নারীরা স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা পেতেন, বিশেষ করে স্বয়ম্বর প্রথায় যেখানে মেয়েরা নিজেদের পছন্দমতো পাত্র নির্বাচন করতেন। তবে বৈদিক যুগের পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষ করে উত্তর বৈদিক যুগ ও মহাকাব্য যুগে নারীদের অবস্থার অবনতি ঘটে। সমাজে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব বাড়তে থাকে এবং নারীদের স্বাধীনতা হ্রাস পায়। বিবাহ ছিল নারীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তাদের অধিকাংশই অল্প বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেন। পিতার কর্তৃত্ব থেকে স্বামীর কর্তৃত্বে নারীদের স্থানান্তর ঘটত। নারীকে পরিবারের মান ও ধর্ম রক্ষার এক মাধ্যম হিসেবে দেখা হতো। এই সময়ে বিবাহ বিভিন্ন প্রকার ছিল। 'ব্রাহ্ম বিবাহ' ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, যেখানে কন্যাকে পাত্রের ধর্ম ও চারিত্রিক গুণ বিবেচনা করে প্রদান করা হতো। 'গান্ধর্ব বিবাহ' ছিল প্রেমের ভিত্তিতে বিবাহ, যা মহাকাব্যে রোমান্টিকভাবে বর্ণিত হলেও সামাজিকভাবে কম গ্রহণযোগ্য ছিল। 'অসুর বিবাহ' বা কন্যা কেনা, এবং 'রাক্ষস বিবাহ' বা বলপ্রয়োগ করে কন্যাকে বিবাহ করাও সমাজে দেখা যেত, যদিও এগুলো নৈতিকভাবে নিন্দিত ছিল।

ধর্মীয় ও আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ:

বৈদিক যুগে নারীরা সমাজে সুস্পষ্ট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।তারা শুধু গৃহকর্ত্রী ছিলেন না, বরং ধর্মীয় ও আচার-অনুষ্ঠানে ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বৈদিক সাহিত্য, বিশেষত ঋগ্বেদে নারীদের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মীয় অনুশীলন ও মন্ত্র রচনার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদিক সমাজে নারীরা তাদের পতির সাথে যৌথভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে সম্মানিত হত। নারীদেরও বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার স্বাধীনতা ছিল, এবং জনসভায় বিতর্ককারী হিসাবে অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো বৈদিক সাহিত্যে পুরুষের মত নারীরাও ব্রহ্মচর্য পালন করত। অনেক ব্রহ্মচারীনের নাম উল্লেখ রয়েছে। মৈত্রী, গার্গী, লোপামুদ্রা , ঘোষা, তার স্পষ্ট উদাহরণ। সেই যুগের নারীরা পুরুষের মতো মন্ত্ররচনা, মন্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ, ধর্মীয় সংস্কার সহ নানা বিষয়ে সম্পূর্ন স্বাধীনতা ছিল। যজ্ঞক্ষেত্রে যজমানের পাশে থাকার বিষয়ে স্বাধীন ছিল। নারীরা সেই যুগে পুরুষের মতো ধর্মচর্চায় সমান স্বাধীনতা ভোগ করে এবং তাদেরই পাশে বসে একের পর এক মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। তাই আমরা লক্ষ করি বৈদিকযুগে নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি

অপার্থিব বিষয় তথা ধর্মীয় কাজেও অংশগ্রহণ করতেন ঋগবেদের অনেক মন্ত্রে স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা:

বৈদিক যুগে নারীদের প্রতিদিনকার জীবন ছিল পরিশ্রমী, সৃজনশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা কেবল গৃহিণী হিসেবে নয়, বরং পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়ক শক্তি ছিলেন। নারীরা গৃহপালিত পশুর দেখাশোনা করতেন এবং পশুপালনের মাধ্যমে পরিবারের অর্থনৈতিক দিকে ভূমিকা রাখতেন। অনেক সময় নারীরা কৃষিকাজেও সহযোগিতা করতেন, বিশেষত বীজ রোপণ ও শস্য সংগ্রহে। নারীরা হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তাঁরা মাটি, কাপড়, পশম ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করতেন। এগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতেন। বৈদিক নারীরা শিক্ষিত ছিলেন। লোপামুদ্রা, ঘোষা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখ নারী ঋষিরা বৈদিক মন্ত্র রচনা করেছেন।তাঁরা গুরু হিসেবে শিক্ষাদান করতেন এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতেন, যা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম হিসেবে গণ্য করা যায়।

নারীরা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন এবং তা ঘিরে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূজা সামগ্রী প্রস্তুতি, আলংকারিক সামগ্রী তৈরি, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি সংঘটিত হতো, তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। বৈদিক যুগে নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল। তাঁরা নিজেদের বিবাহ ও শিক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, যা তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রকাশ বলে ধরা যায়।বিধবা নারী পুনর্বিবাহ করতে পারতেন, যা তাঁদের জীবনে পুনরায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর স্বামীর সম্পত্তিতে সরাসরি কোনো অংশ ছিল না। যাইহোক, একজন পরিত্যক্ত স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ এর অধিকারী ছিল। একজন বিধবা তপস্বী জীবনযাপন করবে বলে আশা করা হতো এবং তার স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোনো অংশ ছিল না। সেই সময়ে মুদ্রা চালু না থাকায় পণ্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। নারীরা এই বিনিময় প্রক্রিয়াতেও অংশ নিতেন।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ:

এই যুগে সমাজ ছিল মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো ছিল সরল। নারীদের অবস্থান এই যুগে তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল এবং তাঁরা সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছু ভূমিকা পালন করতেন। বৈদিক সাহিত্যে 'সভা' ও 'সমিতি'র উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ছিল গোষ্ঠীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিষদ। এই পরিষদে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অংশগ্রহণ করতেন, এবং অনেক পণ্ডিতের মতে নারীরাও সভা ও সমিতিতে অংশ নিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতে নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেক তথ্য আমরা পেয়ে থাকি।

ঋগ্বেদে 'ঋষিকা' বা মহিলা ঋষিদের উল্লেখ আছে, যেমন: লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি। তাঁরা শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, গার্গী ও রাজা জনকের দরবারে আত্মা ও ব্রহ্মচিন্তা নিয়ে বিতর্ক করেন, যা রাজনৈতিক সভার অংশ ছিল।

বৈদিক যুগে সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার প্রথা চালু ছিল, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরাও সম্পত্তি ও রাজত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে পেতেন বলে ইঙ্গিত মেলে। বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যে 'অপালা', 'বিশ্ববারা' প্রভৃতি নারীরা যে সামাজিকভাবে শক্তিশালী ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে। বৈদিক যুগের গোত্র ও কুলভিত্তিক সমাজে নারীরা পারিবারিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমেও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন। একজন স্ত্রী রাজপরিবারে বিয়ে করলে তিনি সরাসরি রাজনীতির অংশ না হলেও রাজা বা প্রধানের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজা না থাকলে রানী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন— যদিও এ ধরনের দৃষ্টান্ত সংখ্যায় কম। বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্টানগুলোতেও নারীদের উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। যজ্ঞের মতো ধর্মীয়-রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উপস্থিতি ও মন্ত্র উচ্চারণের প্রথা ছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, নারীরা শুধুমাত্র গৃহকর্মে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক বলয়েও প্রভাব বিস্তার করতেন।তবে বৈদিক যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে নারীদের অবস্থান কিছুটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। সামাজিক বিধিনিষেধ, উত্তরাধিকার আইন ও বর্ণভিত্তিক বিভাজনের কারণে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষালাভের অধিকার সংকুচিত হতে থাকে এবং নারীদের ভূমিকা গৃহস্থালির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সবশেষে বলা যায়, বৈদিক যুগে নারীরা সরাসরি রাজনীতি বা প্রশাসনে অংশ নেননি ঠিকই, তবে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সভা-সমিতিতে তাদের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা এবং বিদুষী নারীদের মন্ত্র রচনার মাধ্যমে তারা যে একটি সচেতন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অংশ ছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমান সমাজে নারীদের অনুপ্রেরণা:

বৈদিক যুগের নারীরা ছিলেন স্বাধীন, শিক্ষিত, আত্মবিশ্বাসী ও সমাজে সক্রিয়। তাদের জীবনাদর্শ ও অবদান আজকের নারীদের জন্য এক অনন্য অনুপ্রেরণা। বর্তমান সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন, সমান অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে বৈদিক নারীরা আমাদের পথপ্রদর্শক।

রামায়ণে সীতা, কৌশল্যা, মন্দোদরী, শূর্পনখা প্রভৃতি নারীদের চরিত্র থেকে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা পাই—সীতা:- আদর্শ স্ত্রী ও ধৈর্যের প্রতীক। তিনি নারীশক্তির প্রতিরূপ, যিনি নিজের নীতির সঙ্গে কখনো আপস করেননি। তাঁর চরিত্র থেকে সম্মান, ত্যাগ ও আত্মসংযমের শিক্ষা পাওয়া যায়। কৌশল্যা:- একজন আদর্শ মাতার প্রতিচ্ছবি, যিনি ধৈর্য ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। মন্দোদরী: রাবণের স্ত্রী, যিনি তাঁর স্বামীকে সঠিক পথের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর চরিত্র থেকে নৈতিকতা ও সুবিচারের শিক্ষা পাওয়া যায়। মহাভারতে নারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা প্রমুখ নারীদের চরিত্র থেকে আমরা নানা শিক্ষামূলক দিক জানতে পারি— দ্রৌপদী: বুদ্ধিমান, সাহসী এবং আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করা এক নারীর প্রতীক। তাঁর জীবন থেকে নারীদের আত্মমর্যাদার শিক্ষা পাওয়া যায়। কুন্তী: ত্যাগ ও সহনশীলতার প্রতীক, যিনি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। গান্ধারী: স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং ধর্মের পথে অবিচল থাকার প্রতীক। তাঁর জীবন থেকে কর্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা পাওয়া যায়।

উপসংহার:

বৈদিক যুগ ছিল ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, যেখানে নারীদের সামাজিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে মর্যাদাপূর্ণ ছিল। এই যুগে নারীকে জ্ঞান, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হতো। নারীরা শিক্ষিত ছিলেন এবং ঋষি, ঋষিকা বা বেদের মন্ত্র রচয়িতা হিসেবেও তারা পরিচিত ছিলেন। লোপামুদ্রা, ঘোষা, অপরা ও গার্গীর মতো নারীদের নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, যারা ধর্মীয় ও দার্শনিক বিতর্কে অংশ নিয়েছেন।

বৈদিক সমাজে নারীর ভূমিকা শুধুমাত্র গৃহস্থালির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা শিক্ষা ও ধর্মচর্চার সমান সুযোগ পেতেন। বৈদিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল 'উপনয়ন সংস্কার', যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ই বেদ অধ্যয়নের অধিকার রাখতেন। বিবাহ ছিল স্বাধীনচেতা এবং পাণিগ্রহণের মতো অনুষ্ঠান নারীর সম্মতির ভিত্তিতে সম্পন্ন হতো। এমনকি বহু ক্ষেত্রে কন্যা নিজে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতেন- যা স্বয়ম্বর প্রথা নামে পরিচিত।তবে, সময়ের প্রবাহে এবং পরবর্তী উত্তরবৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগে নারীর এই মর্যাদা কমতে শুরু করে। সমাজে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা হ্রাস পায় এবং তারা ধীরে ধীরে গৃহকেন্দ্রিক ও পরনির্ভরশীল ভূমিকায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সবশেষে বলা যায়, বৈদিক যুগ নারীর জ্ঞান, শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতার একটি স্বর্ণযুগ হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই প্রাচীন যুগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা কোনো আধুনিক ধারণা নয়; বরং তা ছিল ভারতীয় সভ্যতার এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যা আজকের সমাজের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ঋগ্বেদ সংহিতা, (দ্বিতীয় খণ্ড), আবদুল আযীয আল-আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৫

২। কঠোপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), স্বামী জুষ্টানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১

৩। কাব্যপ্রকাশ, কল্পিকা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, শ্রী লক্ষী প্রেস প্রকাশিত, বোলপুর, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

৪। গীতাঞ্জলি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৯

৫। গীতবিতান (অখণ্ড সংস্করণ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪২১

৬। চার্বাক-দর্শনম্, শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রিনা অনুদিত,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,প্রকাশকাল, ১৩৯৪

৭। দেবযান, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১

৮। ধন্যালোকঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৯

৯। ধন্যালোকঃ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্যকৃত লোচনটীকা সহিত), বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রকাশকাল, ১৯৮৩

১০। ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৬

১১। সেন, ক্ষিতিমোহন, হিন্দুধর্ম, আনন্দ, কলিকাতা, প্রকাশকাল, ২০১২

১২। সেন, ক্ষিতিমোহন, প্রাচীন ভারতের নারী বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৫৭